একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Women Author's Literary Thoughts: Twentieth and Twenty-first Century

নারী সাহিত্যিকদের সাহিত্য ভাবনা: বিংশ এবং একবিংশ শতকে

Name of the Author: **Mousumi Mukherjee**

Affiliation: **Ph.D Research Scholar, Bengali Department**
The Sanskrit College And University
Kolkata, West Bengal, India

Abstract: Modern times have brought significant changes in human life, and this process of modernization has also influenced literature. Newness and transformation can be seen in various aspects of human life such as society, politics, economy, and sexual life. These changes have also left their mark on Bengali literature. Contemporary writers are trying to create literary works that reflect the expectations and sensibilities of modern readers. In this paper, I will attempt to discuss the concept of newly imported literary ideas by analyzing the short stories of writers Trishna Basak and Tanvi Haldar.

Keywords: Modern Women, Social Modernization, Women's Freedom, Social Problems, Suffering of the era, Loosing identity, Suicidal tendency, Women's Perception, Modern Civilization, Struggle of life.

নারী সাহিত্যিকদের সাহিত্য ভাবনা: বিংশ এবং একবিংশ শতকে

মৌসুমী মুখার্জী

একবিংশ শতকে পদার্পণ করার পর আমরা দেখি আমাদের পারিপার্শ্বিক সব ক্ষেত্রেই আধুনিকীকরণ ঘটেছে অত্যধিক হারে। নব্য আমদানিকৃত আধুনিকতার দৌঁড়ে বাংলা সাহিত্য পিছিয়ে নেই। নতুনতর ভাষা, ভিন্নধর্মী শৈলীভাবনা, সমাজ ভাবনা, সমস্যামুখর পৃথিবীর মানব মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি সবকিছুই ধরা পড়ছে সাহিত্যিকদের বিভিন্ন রচনায়। গতানুগতিক কাহিনিনির্ভর রচনার বাইরে বেরিয়ে নিত্যনতুন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তাঁরা তাঁদের লেখায়। বর্তমান প্রজন্মের দুই লেখিকা তৃষ্ণা বসাক ও তন্বী হালদার তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁদের বিভিন্ন গল্পে আধুনিক সমাজের বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরে সাহিত্যের নবীকরণের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের এই নতুন ভাবনাচিন্তা নতুন প্রজন্মের মধ্যে নিত্যনতুন ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে সহায়তা করবে। আমার এই প্রবন্ধে দুই নারী সাহিত্যিক তৃষ্ণা বসাক এবং তন্বী হালদারের গল্প আলোচনা চেষ্টা থাকবে। এই আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা আধুনিক সমাজ-বাস্তবতার কোন কোন দিকে পাঠক সমাজের নজর কাড়তে চেয়েছেন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব এই প্রবন্ধের মাধ্যমে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসন্ন কালে বাংলা সাহিত্যে মানব মনস্তত্ত্বের দিকটি সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের চলাফেরা, দৈনন্দিন জীবনযাপন সবকিছুই পূর্বের থেকে আমূল বদলে গেছে। মানুষ এখন অত্যন্ত ব্যস্ত। যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে মানুষ নিজের সত্তাকে বলি দিয়ে দিচ্ছে। মানুষ নিজেই নিজের কাছে হয়ে উঠছে বোঝা। অর্থনৈতিক দুর্দশার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে নিজের জীবনের মূল্য হারিয়ে ফেলছে সে। তন্বী হালদারের 'আনি মানি জানিনা' গল্পে নারীটি বলে,

> "বাপের শুক্রাণু আর মায়ের ডিম্বাণু মিলে আমিই সেই মাল। হ্যাঁ এটা আক্ষরিক অর্থে সত্য। দিনের আলোর মতো নির্ভেজাল সত্য যে মেয়েরা একটু বড়ো হলে মাল হয়ে যায়।"[১]

অর্থাৎ মানুষ নিজের নিজস্বতাকে হারিয়ে ফেলছে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে। এখানে মানুষ হিসাবে তার নিজস্ব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সমাজের কাছে তথা নিজের কাছে। কেবলমাত্র মানুষের নিজের কাছেই নয়, বর্তমানে জনসংখ্যা যেমন উত্তরোত্তর বাড়ছে তেমনি মানুষের সামাজিক অবস্থানের পরিবেশও পাল্টাচ্ছে। মধ্যবিত্ত মানুষ সমাজ বাস্তবতা, অর্থনৈতিক অনটন ইত্যাদির সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে করতে সবার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে জনজোয়ারে। লেখিকা তাই তার 'আমি ও শয়তান' গল্পে বলেন,

> "শয়তান আমার কানে ফিসফিস করে বলে - গণলাশ। পচছে ।ওই দেখ দূরে ইট, কাঠ, বালি, সিমেন্ট জমা করা হয়েছে। কাল থেকে এখানে যা হোক কিছু ইমারত গড়ে উঠবে।"[২]

গণতন্ত্রের নাম করে ধনী শ্রেণির যথেচ্ছাচার, গরিব শ্রেণীর জমি কেড়ে নিয়ে তাদেরকে সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে নিষ্পেষণ করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। ফলে সাধারণ মানুষ জ্যান্ত অবস্থাতেও মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে। সুন্দর জীবন অকপটে শেষ হয়ে যাচ্ছে।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পে লেখক কাপড়ের তীব্র সংকটের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছিলেন। যেখানে সামান্য আব্রু রক্ষা করাও নারীদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য

হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত নারীকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়। পুকুরের জলের তলায় শুয়ে সে তার লজ্জা নিবারণ করে। এই গল্প রচনার পর বহুদিন কেটে গেছে। মানুষ নিজেদের অধিকার জানাতে অনেক বেশি মুখর। তা সত্ত্বেও গ্রামের দিকে মানুষের অবস্থার যে খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। তার প্রমাণ লেখিকার এই গল্পটি। গল্পে লেখিকা একজন হতভাগ্য নারীর প্রসঙ্গ এনেছেন, সে বলে,

"যেতে পারবো না গো, গায়ে কাপড় নেই।"[৩]

অর্থাৎ সমাজের বাহ্যিক পরিবর্তন হলেও মূলগত দিক থেকে সমাজ আজও অন্তঃসারশূন্য এবং মূল্যবোধহীন। তাই আজও নারী নিজের আব্রু রক্ষা করতে পারে না।

ভারতে শিশু শ্রমিকের হার কমানোর জন্য সরকার বিভিন্নভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে। তা সত্ত্বেও মানুষ এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। লেখিকা 'একটি কাল্পনিক সংলাপ' গল্পে একটি এমন দৃশ্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। তিনি বলেন,

"একটা লোক প্রায় ঝুমির বয়সি একটা ছেলেকে বাঁদর সাজিয়ে নানা রকম কসরত করাচ্ছে। কখনো বলছে, "শাহরুখ খান হও'। বাঁদর সাজা ছেলেটা তেমনভাবে হাঁটছে। লোকটা মুখে বলছে, 'ক্কি ক্কি কিরণ আই লাভ ইউ'। লোকটা বলছে, 'সলমন খান হও.....'।[৪]

অর্থাৎ শিশুদের দিয়ে আজও মানুষ অমানবিকভাবে রোজগারের পথ বেছে নেয়। পাশাপাশি এই রূপকের মধ্য দিয়ে লেখিকা পাঠকের কাছে এই বার্তা প্রেরণ করতে চেয়েছেন যে আমরা যতই আধুনিক হই না কেন নিয়তির বাইরে আমরা কেউই বেরোতে পারবো না। এখানে লোকটা যেন নিয়তি এবং ওই বাঁদর সাজা ছেলেটি সাধারণ মানুষ। নিয়তির নির্দেশে আমরা ক্রমাগত পুতুলের মতো চালিত হই।

বর্তমানে নারীরা বিভিন্ন পেশার সঙ্গে নিজেদেরকে নিযুক্ত করেছেন। আগে যেসব পেশায় নারীদের নিযুক্ত হওয়ার কথা মানুষ ভাবতেও পারত না সেই সব পেশার সঙ্গেও নারীরা বর্তমানে জড়িত। তন্বী হালদারের 'আনি মানি জানিনা' গল্পে কথক মেয়েটি বলে,

"আমি বলি, 'আমার খুব লরির খালাসি হতে ইচ্ছে করে। কেমন সুন্দর লরির মাথায় শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে দেখতে কাশ্মীর টু কন্যাকুমারিকা ঢুঃ মেরে বেড়াবো।"[৫]

অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর মনেরও অজস্র পরিবর্তন ঘটে। প্রগতিশীল নারী মন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত করে নিজের উন্মুক্ত মনের পরিচয় বহন করে। বর্তমানে নারীরা নিজেদের পেটভাতের খরচ নিজেরাই বহন করতে সক্ষম। লেখিকা তৃষ্ণা বসাকের 'সুধা' গল্পে দেখা যায় নারীরা ফুল বিক্রি করে নিজেদেরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তুলতে চেয়েছে।

অবৈধ প্রেম বা বিজাতীয় প্রণয়ের ধারাকে আজও সমাজ ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। নারী লেখিকারাও পুরোপুরি বিষয়টিকে সমর্থন করেননি, কখনো আবার কোন কোন গল্পে দেখা যায় পাঠকের ওপরই মীমাংসার ভার দিয়ে গল্পে ইতি টেনেছেন তাঁরা। তন্বী হালদারের 'আব্বুলিশ' গল্পে লেখিকা বলেন,

"বামুনের মেয়ের সাথে পোঁদের ছেলের প্রেম, চরম নষ্টামি ছাড়া কি - ফলে যা হওয়ার তাই হল। ইতি পিসির কলেজ যাওয়া বন্ধ হল। জাতপাত, ঠিকুজি কুষ্ঠি মিলিয়ে সমানে বিভিন্ন পাত্রপক্ষের আসা যাওয়া চলতে লাগলো।"[৬]

মানুষ নিজেদেরকে আধুনিক বলে আখ্যা দিলেও মানুষের অন্তঃকরণের কালিমা আজও দূর হয়নি, সেই বিষয়টিকে লেখিকা গল্পের মধ্যে দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তৃষ্ণা বসাকের 'অর্ধেক ভ্রমণ' গল্পে লেখিকা অবৈধ প্রণয়ের প্রসঙ্গ এনেছেন। যেখানে অলকের সঙ্গে গল্পের কথক নারীটি অবৈধ সম্পর্কে আবদ্ধ এবং তারা দুজন বেড়াতে এসেছেন। ঘুরতে এসেও মেয়েটির মনে বারবার অস্থিরতা জেগেছে, অলক নামক পুরুষটির জীবনে থাকা স্ত্রী এবং সন্তান বিষয়ে। অন্যান্য নারীদের তাদের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন থেকে বারবার সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। তাই তার মনে হয়েছে,

"কিন্তু আমি জানি, এই সময়টা আসলে ও বাড়িতে ফোন করে। বাড়িতে মানে পিয়ালীকে।"[৭]

অথবা,

"অলককে কি আমাদের দুজনের আধার কার্ডের কপি দিতে হয়েছে?'[৮]

অর্থাৎ মানুষ আধুনিক হলেও পূর্বতন সংস্কার মানুষের মনের ভিতরে সুপ্ত অবস্থাতেই থাকে। তাই সামাজিক স্বীকৃতি না থাকলে সেই সম্পর্ককে মানুষ কখনোই যথাযথভাবে মেনে নিতে পারেনা। লোকচক্ষুর আড়ালে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকা দুই নারী পুরুষের মনের মধ্যেও দ্বিধা তৈরি হয়।

আদিমকাল থেকেই মানুষের মধ্যে ষড়রিপু মানুষকে চালনা করে এসেছে। কামনা বাসনার বহিঃপ্রকাশ অদ্ভুতভাবে ঘটতে থাকে মানুষের মনের মধ্যে। মানুষের জীবন যত বেশি জটিল হতে শুরু করেছে মানুষের যৌন চাহিদার প্রকাশ ঘটেছে ভিন্নতর ভাবে। কখনো কখনো মানুষ সিনেমার হিরো হিরোইনকে নিজেদের অচরিতার্থ কামনার সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করে। তন্বী হালদারের 'মাকড়সা সঙ্গম' গল্পে লেখিকা বলেন,

"বকুল ডান চোখ টেপে। তারপর পিচ্ছিল হাসি দিয়ে বলে, 'জানি তো।আমি তো রোজ রাতেই সল্লুকে মেরে ফেলি। যাতে এরপর ও আর কোনও হিরোইনের কাছে না যেতে পারে।"[৯]

মানুষের অবদমিত কামনা মানুষকে অনেক বেশি হিংস্র করে তোলে। সেখানে প্রিয়স্পদকে অন্য কারো হতে না দেওয়ার তীব্রতা থেকে প্রিয়মৃত্যুর কামনা করতেও সে দ্বিধাবোধ করে না।

অপর কারোর যৌনমিলনের দৃশ্য দেখে নারীর যে শারীরিক তীব্রতা জাগ্রত হয় তার এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত তৃষ্ণা বসাকের 'তাঁতঘর' গল্প। এই গল্পে বোষ্টমীর যৌনমিলনের দৃশ্য দেখে বড় কাকিমার মনে হয়,

"তার আগে, বড় কাকা কি কোনদিন এসেছিল তার শরীরে? মনে পড়ে না। লোচন আর বোষ্টমির যুগল নগ্ন শরীর তার সেই কৃষ্ণ গহ্বরে কি সংকেত পাঠায় কিছু?"[১০]

অর্থাৎ নারী অপরের যৌনদৃশ্য দেখে ক্ষুধাতুর হয়ে ওঠে এবং অবদমিত কামনার তীব্রতা, না পাওয়া যন্ত্রনা তাকে স্থবির করে রাখে। মানুষ কখনো কখনো বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সমলিঙ্গের প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করে। বর্তমানে 'লেসবিয়ান' শব্দটি বহুল প্রচলিত। নারীদেহের প্রতি অপর নারীর যে টান তার প্রতিফলন ঘটেছে তৃষ্ণা বসাকের 'কুয়োতলা' গল্পে। লেখিকা একটি সাহসী দৃশ্যের অবতারণা করেন এবং বলেন,

"পারুল নিজেই নিজের ব্লাউজ টান মেরে ছুড়ে ফেলে। রিংকু দেখে দুটো ঠাসা সবুজ রঙের ফুলকপি যেন, কি যেন বলে বৌদিরা ব্রোকলি না কী? কোনদিন খাইনি সেই সব্জি রিংকু। আজ তার স্বাদ নেবে তার জিভ।"[১১]

শরীরের প্রতি প্রচন্ড লোলুপতা থেকে লেখিকা ফুলকপির সঙ্গে স্তনের তুলনা করেছেন। এখানে শরীর খাদ্যবস্তুর সমতুল্য হয়ে উঠেছে। খাদ্য যেমন আমাদের প্রতিদিনের অবশ্য প্রয়োজনীয় তেমন ভাবেই মানুষের যথাযথ যৌনজীবন মানুষের জীবনে অবশ্যই কাম্য।

বর্তমানে মানুষ আত্মহননের অভিনব পন্থা বেছে নিয়েছে। অহরহ খবরের পাতায় দেখতে পাওয়া যায় মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যার ঘটনা।সেই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তৃষ্ণা বসাকের 'টিস্যু পেপারের পানসি' গল্পে। লেখিকা বলেন,

"স্টেশনে এসে দেখল মেট্রো চলছে না। মাস্টারদা সূর্য সেনের সুইসাইড। খোঁজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হল ঘন্টা আড়াই আগে ঘটেছে।"[১২]

এভাবেই মানুষ মাঝেমাঝেই আত্মহননের পথ বেছে নেয় এবং মেট্রো যাত্রীরা নানা অসুবিধা সম্মুখীন হয় ব্যস্তময় জীবনে।

বর্তমান সরকার ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প অবলম্বন করেছেন। তেমনি একটি প্রকল্প হলো সবুজ সাথী। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আসার জন্য সাইকেল দেওয়া হয়। সাহিত্যিক তৃষ্ণা বসাকের 'প্রোফাইল পিকচার' গল্পে এই প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। এই গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন রাজনৈতিক মদতপুষ্ট মানুষ পাপ করেও পার পেয়ে যায়। তিনি বলেন,

"অনু ভাবছিল সেই মেয়েটার কথা। যে ওই মুহূর্তটার ছবি তুলেছিল। থানায় জমাও দিয়েছিল। এম এল এ-র ছেলে, স্কুল ড্রপ আউট টাইগার মানে সন্দীপ মুখার্জিকে কেউ বাঁচাতে পারত না। কিন্তু মেয়েটাকে তারপর আর খুঁজে পাওয়া গেল না।"[১৩]

অর্থাৎ অনু গল্পটিতে অ্যাসিড আক্রান্ত হলেও তার সুবিচার কেউ করেনি এবং যে মেয়েটা সমস্ত প্রমাণ ফটো তুলে রেখেছিল তাকে অব্দি পাওয়া যায়নি।গল্পটিতে সমাজে রাজনীতির পদলেহনকারী মানুষের প্রতিকারহীন উশৃংখল আচরণের একটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। লেখিকা গল্পে সোশ্যাল মিডিয়ার ভালো দিক এবং খারাপ দিকের বিষয়টি তুলে ধরে পাঠকের সামনে তার গ্রহণযোগ্যতাকে পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছেন।

স্বাধীনতার কিঞ্চিৎ পূর্ব থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যতদিন গেছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আটপৌরে শব্দ চয়নের রীতি তত বেশি করে দেখা গেছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মুখের ভাষাকে যথাযথ রূপ দেওয়ার জন্য সাহিত্যিকরা এইসব শব্দ গল্পের পাতায় ব্যবহার করে থাকেন। আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে মহিলা সাহিত্যিকরাও এইসব শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমা রাখেননি। আধুনিক লেখিকা তন্বী হালদারের বিভিন্ন গল্পে আমরা নানারকমের আটপৌরে শব্দ পাই, যেমন - মেয়েছেলে, ইকড়ি মিকড়ি, কন্ডম, বেজন্মার বাচ্চা ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যে লেখিকারা কেবলমাত্র বাংলা ভাষাকেই গদ্য ভাষায় হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন তা নয় মানুষের কথ্যভাষাকে গল্পে ফুটিয়ে তোলার খাতিরে বহুক্ষেত্রে তাঁরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তন্বী হালদারের 'আনি মানি জানি না' গল্পে মাস্টারমশাই-এর কথা বলতে গিয়ে লেখিকা বলেন,

"only the dog returns to its vomit.."[১৪]

গল্পের প্রয়োজনে লেখিকা সাঁওতালি ভাষাকেও স্থান দিয়েছেন তাঁর রচনায়। 'আমি ও শয়তান' গল্পে লেখিকা বলেন,

"পুনডি রামব্রা কেঁচে কেঁচে/ হেনডে রামব্রা কেঁচে কেঁচে।"[১৫]

কখনো কখনো দেখা যায় গল্পের যথাযথ ভাব প্রকাশের তাগিদে আধুনিক গানের কলিও ব্যবহার করছেন তাঁরা। তন্বী হালদারের 'একটি কাল্পনিক সংলাপ' গল্পে ঘোরার আনন্দে রসিক দেবাশীষদা গেয়ে ওঠেন,

"পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইট আর বোকা বাক্সতে বন্দী.....'।"[১৬]

অর্থাৎ গল্পের প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাষা, শব্দ এমনকি আধুনিক গানের বিভিন্ন লাইন ব্যবহার করে রচনাগুলিকে অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন আধুনিক মনস্ক লেখিকাগণ ।

সাহিত্যের শৈলীবিচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই আধুনিক লেখিকাদের রচনা অনেক বেশি আলাদা পূর্বেকার বিভিন্ন লেখার থেকে। তাঁরা প্রচলিত সাহিত্যধারার বাইরে বেরিয়ে এসে সাহিত্যে বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। নিজেদের বক্তব্যকে পাঠকের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য ক্রম অনুযায়ী বক্তব্য পেশ করেছেন। 'মাকড়সা সঙ্গম' গল্পে লেখিকা বলেন,

"অবশ্য প্রদীপের ফ্যাঁকড়া অনেক। তেল+সলতে+দেশলাই/ লাইটার। তাই মোমবাতিই ভালো। মোমবাতি+ দেশলাই/ লাইটার।"[১৭]

তথাকথিত কাহিনিনির্ভর গল্পগুলোয় আমরা এমন ধরনের বাক্য গঠন দেখতে পাই না। কিন্তু আধুনিক লেখিকাগণ নিজেদের রচনাকে স্বতন্ত্র হিসেবে তুলে ধরতে এবং মনের ভাবকে সুস্পষ্টভাবে পাঠকের সম্মুখে হাজির করতে বিভিন্ন লেখনী কৌশল অবলম্বন করেছেন।

যতি চিহ্নের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন নি। তৃষ্ণা বসাকের 'টিস্যু পেপারের পানসি' গল্পে লেখিকা বলেন,

"কতবার ঘন্টা বাজাল, তাও উদ্ভ্রান্তের মতো রাস্তা পার হচ্ছিল'
'আমরা তো ভাবলাম শেষ'
'খুব বরাতজোর, সবই শীতলা মায়ের দয়া। শীতলা মন্দিরে একটা পুজো দিয়ে দিও বাবা"[১৮]

গল্পে এই দৃশ্যে একজন যুবকের অ্যাক্সিডেন্টের প্রসঙ্গ এসেছে। প্রতিটা লাইনে একবারও লেখিকা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করেননি। অ্যাক্সিডেন্টে যুবকটি মারা যায়নি অর্থাৎ তার জীবনের ইতি ঘটেনি।মানুষটি বেঁচে আছে এই বিষয়টিকে জোরালোভাবে উপস্থাপনের জন্যই লেখিকা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করেননি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধে কমলাকান্ত ছিলেন আফিম খোর। আফিমের নেশায় তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিস চাক্ষুষ করতেন। যা ছিল অত্যন্ত যুগোপযোগী। সেই ধারার প্রতি নজর রেখেই তৃষ্ণা বসাক 'বার্তা' গল্পটি লেখেন। গল্পে মহাভারতের কথা বলতে বলতে লেখিকা মাঝে মাঝেই বাস্তব জগতের রূঢ়বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। যেমন থানায় ফোন চুরির কথা বলতে গিয়ে পুলিশের বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্নের সম্মুখীন হয় একটি নারী, পুলিশ তাকে বলে,

"অফিসার চোখ নাচিয়ে বলেন 'কী করেন কর্তা? বাড়িসুদ্ধ চাকরি করেন তো? দুপুরে ফাঁকা বাড়ি?"[১৯] ইত্যাদি।

কখনো কখনো লেখিকা ক্রম তৈরি করে গল্পের মূল বক্তব্য পাঠকের দৃষ্টিগোচর করতে চেয়েছেন। তন্বী হালদারের 'মুন্নি বদনাম হুই' গল্পে লেখিকা ক্রমঅনুযায়ী বেশ কিছু বাক্য পরপর সাজিয়েছেন, যেমন-

"১) আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি.....।

২) তোকে মুন্নি বাপের মত ভালবাসে। সে জন্য তুই আজ পর্যন্ত..... হি হি হি.....।

৩) নদীটার ল্যাজের কাছে শ্যাওলা ধরা শোকের খালি বাড়িটায় এখন জুয়ার আসর বসে।" [২০] ইত্যাদি।

গল্পে বর্ণিত মহাভারতের সময়কাল এবং বর্তমান সময়কালের প্রসঙ্গ টেনে এনে লেখিকা সময়ের যে অসামঞ্জস্যতা তুলে ধরেছেন, তা তাঁর গল্পের বাচনভঙ্গির ভিন্নধর্মিতাকেই প্রকাশ করে।

আমাদের পারিপার্শ্বিক সবকিছুর আধুনিকীকরণের পাশাপাশি আমাদের সাহিত্যেরও আধুনিকীকরণ ঘটেছে। বহু সাহিত্যিকের জন্ম হচ্ছে প্রতিনিয়ত যাঁরা নতুন নতুন সাহিত্য ভাবনা তুলে ধরতে চাইছেন পাঠকের কাছে। আমি আমার প্রবন্ধে দুই নারী সাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য ভাবনার বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। মানুষের সমাজ ভাবনা, বিকৃত যৌন চেতনা, অস্তিত্বের লড়াই মানুষকে সবদিক থেকে অস্থির করে তুলেছে। যুগের যন্ত্রণা মানুষকে স্বাভাবিকভাবে ভাবনা-চিন্তার বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করছে। লেখিকাদের রচনা বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই কেবলমাত্র সমাজভাবনার দিক থেকেই নয়, শৈলীগত দিক থেকেও তাঁদের রচনা তথাকথিত সাহিত্যিকদের তুলনায় অনেকটাই প্রথাবিরুদ্ধ ধারা বহন করে চলেছে। নির্দিষ্ট কাহিনী, চমকপ্রদ ক্লাইম্যাক্স তাঁদের রচনায় অনুপস্থিত। তার বদলে মানব মনের গহীনের বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনায় তাঁরা যথাযথ। বর্তমানে সাহিত্যের প্রতিযোগিতার যুগে বিখ্যাত বহু সাহিত্যিক রয়েছেন যাঁদের নিটোল গল্পগুলি পাঠ করে পাঠক তৃপ্তি অনুভব করে। তবে নারী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত এই নব্য সাহিত্য মননশীল পাঠককে ভাবতে সাহায্য করে। এইসব গল্পগুলি পাঠককে মনে করিয়ে দেয় সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতাকে। সুতরাং সবদিক থেকে বিচার করে আমরা একথা বলতেই পারি যে তন্বী হালদার এবং তৃষ্ণা বসাকের ছোটগল্পগুলি আগামী প্রজন্মের মননশীল পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র

১/ হালদার তন্বী, পঁচিশটি গল্প, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ১৪
২/ তদেব, পৃষ্ঠা ২৯
৩/ তদেব, পৃষ্ঠা ৩০
৪/ তদেব, পৃষ্ঠা ৩৯
৫/ তদেব, পৃষ্ঠা ১৬
৬/ তদেব, পৃষ্ঠা ২২
৭/ বসাক তৃষ্ণা, পঁচিশটি গল্প, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০২২, একুশ শতক, পৃষ্ঠা ১৩৫
৮/ তদেব, পৃষ্ঠা ১৩
৯/ হালদার তন্বী, পঁচিশটি গল্প, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭
১০/ বসাক তৃষ্ণা, পঁচিশটি গল্প, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩
১১/ তদেব, পৃষ্ঠা ১২৩
১২/ তদেব, পৃষ্ঠা ২১

১৩/ তদেব, পৃষ্ঠা ১২৯
১৪/ হালদার তন্বী, পঁচিশটি গল্প, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪
১৫/ তদেব, পৃষ্ঠা ৩২
১৬/ তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩
১৭/ তদেব, পৃষ্ঠা ১২৯
১৮/ বসাক তৃষ্ণা, পঁচিশটি গল্প, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২
১৯/ তদেব, পৃষ্ঠা ৩৬
২০/ হালদার তন্বী, পঁচিশটি গল্প, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৩